



119130 - সান্ত্বনা দায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন

ইসলামে সান্ত্বনা দায়ের পদ্ধতি কি? মাতম করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সান্ত্বনা দায়ের মাননে: সমবেদনা জানানো ও সওয়াব প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে ধৈর্য ধারণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং মৃত ব্যক্তি ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য দায়ের করা। ফকিহদিগণ এভাবেই এর সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। যমেনটি উল্লেখ করছেন ইবনে মুফলহি 'আল-ফুরু' গ্রন্থে (২/২২৯)।

নিসন্দহে সান্ত্বনা বিপদগ্রস্তের কষ্ট লাঘব করে, তার দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করে। এ কারণে শরিয়তে বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দায়ের মুস্তাহাব। যার মাধ্যমে নকী ও তাকওয়ার ক্ষত্রে এবং ধৈর্য ধারণ ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টির ক্ষত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা বাস্তবায়িত হয়। সত্য ও ধৈর্যের প্রতি পারস্পারিক উপদেশে দান বাস্তবায়িত হয়।

এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে তাদের বিপদমুসবিতা সান্ত্বনা দিতেন। এখনও মুসলমানরা একে অপরকে সান্ত্বনা দায়ের, একে অপরকে প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে। সান্ত্বনা দান শরিয়তে অনুমোদিত হওয়া ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ একমত।

ইমাম নববী বলেন: সান্ত্বনা দায়ের মাননে— ধৈর্য ধারণ করানো এবং এমন কিছু উল্লেখ করা যা মৃতের পরিবারকে শান্ত করে, তাদের দুঃখকে হালকা করে, তাদের বিপদকে লাঘব করে। এটি মুস্তাহাব। কনেনা এতে সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজে নিষেধ রয়েছে। এবং এটি আল্লাহ তাআলার বাণী: “নকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর” [সূরা মায়িদা, আয়াত: ২] এর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

সান্ত্বনা দায়ের পক্ষে এটি সর্বাধিক ভাল দলিল। সহহি হাদিসে সর্বস্বত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে ততক্ষণ আল্লাহ সবে বান্দার সাহায্যে থাকেন।” [আল-আযকার (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

সান্ত্বনা দান এমন সব কথার মাধ্যমে সাধিত হতে পারে যে কথা বপিদগ্ৰস্বত ব্যক্তিকে শান্ত করবে, ধৰ্ম্মশীল করবে, তাকে আল্লাহ্ৰ কাছতে সওয়াবপ্ৰাপ্তি প্ৰতি উদ্বুদ্ধ করবে। শাওকানী বলেন: “প্ৰত্যকে যা কিছু বপিদগ্ৰস্বতকে ধৰ্ম্মশীল করে তোলে সটোই হলো সান্ত্বনা দান; সটো যে কথার মাধ্যমে হোক না কেনে। সান্ত্বনাদানকারী এর বদৌলতে হাদিসগুলোতে উল্লেখিত সওয়াব পাবনে। [নাইলুল আওতার (৪/১১৭)]

সান্ত্বনা দয়ার যে ভাষ্যগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্য রয়েছে:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ

(নশ্চয় আল্লাহ্ যা নিয়েছেন তা নয়োর অধিকার তার এবং যা দিয়েছেন তা দয়ার অধিকার তার। তাঁর কাছতে প্ৰত্যকে জনিসিরে নৰ্দ্দষ্টিত আয়ু রয়েছে। সুতরাং তুমি ধৰ্ম্ম ধারণ কর ও সওয়াবপ্ৰাপ্তি নিয়ে নিয়ত কর)।

ইমাম নববী বলেন: সবচেয়ে উত্তম সান্ত্বনা দান হলো যা আমাদরে কাছতে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এক ময়ে তার ছলে বাচ্চা বা ময়ে বাচ্চার মৃত্যুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকার জন্ম লোক পাঠিয়েছিলে। তখন তিনি লোককে বলছিলেন: তুমি তার কাছতে ফরি যে ও এবং তাকে জানাও যে, আল্লাহ্ যা নিয়েছেন তা নয়োর অধিকার তার এবং তিনি যা দিয়েছেন তা দয়ার অধিকার ও তাঁর। এবং তাঁর কাছতে সবকছির নৰ্দ্দষ্টিত আয়ু রয়েছে। তুমি তাকে নৰ্দ্দশে দাও যাত করে সে ধৰ্ম্ম ধারণ করে ও সওয়াবপ্ৰাপ্তি নিয়ে নিয়ত করে...। এভাবে সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেনে।

আমি (ইমাম নববী) বলব: এই হাদিস ইসলামরে অন্যতম একটি মহান নীতি। যাত ইসলামরে অনকে গুবুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়, শাখা বিষয়, শষ্টিটাচার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; বপিদাপদে, দুশ্চিন্তাততে ও রোগশোককে ধৰ্ম্ম ধারণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

“আল্লাহ্ যা নিয়েছেন তা নয়োর অধিকার তার” এর মৰ্ম হচ্ছ: গটো বিশ্বরে মালিকি আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং তিনি যা গ্ৰহণ করছেন তা তমোদরে মালকিনাধীন নয়। বরং তাঁর মালকিনাধীন; যা তমোদরে কাছতে ধার হসিবে ছলি তিনি সটোই গ্ৰহণ করছেন। আর “তিনি যা দিয়েছেন তা দয়ার অধিকার ও তাঁর”: এর অৰ্থ হচ্ছ তিনি তমোদরেকে যা উপহার দিয়েছেন সটোও তাঁর মালকিনার বাইরে নয়। বরং সটোও তাঁর মালকিনাধীন; তিনি তাততে যা খুশি করতে পারনে।

“তাঁর কাছতে সবকছির নৰ্দ্দষ্টিত আয়ু রয়েছে” এর অৰ্থ হচ্ছ: সুতরাং ভঙেগে পড়ো না। কারণ তিনি যাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তার নৰ্দ্দষ্টিত আয়ু শেষে। এ আয়ুর আগপছি ঘটাসম্ভব। সুতরাং এ সব কিছু যদি তমোদরে জানা থাকতে তাহলে ধৰ্ম্ম ধারণ কর এবং তমোদরে উপর নমে আসা এই বপিদকে সওয়াবরে কারণ মনে কর। [আল-আযকার (পৃষ্ঠা-৫০ থেকে সমাপ্ত)]

সান্ত্বনা দয়ার স্থান ও পদ্ধতি: এ ব্যাপারে নৰ্দ্দষ্টিত কিছু নহে। সান্ত্বনা দান মসজদিতে দেখা করা, রাস্তায় দেখা করা কথিবা কর্মস্থলে দেখা করার মাধ্যমে হতে পারে, টেলিফোনে কথা বলার মাধ্যমে হতে পারে, মসেজের মাধ্যমে হতে পারে, বাসায়



যাওয়ার মাধ্যমে হতে পারে এবং সান্ত্বনা দয়ার যে সব রীতি মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে সেগুলোর মাধ্যমেও হতে পারে।

সান্ত্বনা দয়ার সময়: মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়। দাফনের আগে ও পরে সান্ত্বনা দয়া মুস্তাহাব। সান্ত্বনা দান তিনদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“সান্ত্বনা দয়ার নরিদষ্টি কোন সময় বা নরিদষ্টি কোন দিনি নহে। বরং দাফনের সময় ও দাফনের পর থেকে অনুমোদিত। কঠনি বপিদের ক্ষেত্রে অবলিম্বে সান্ত্বনা দয়াটা উত্তম। মৃতব্যক্তির মৃত্যুর তিনদিন পরেও সান্ত্বনা দয়া জায়যে; যহেতু সময় নরিদষ্টি করণের পক্ষে কোন দললি নহে।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪৩) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৯/১৩৪) এসছে: “সান্ত্বনা দয়ার নরিদষ্টি কোন সময় ও স্থান নহে।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।